প্রথম আলো

জেলা

প্রথমবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত, ২৭ পদে ভোট হয়নি

প্রতিনিধি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ২৬ জুলাই ২০২৫, ২২: ০৫

দিনব্যাপী ভোটগ্রহণ শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে ফলাফল হস্তান্তর করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা। শনিবার রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে *ছবি: প্রথম আলো*

প্রথমবারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের (রুয়া) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন হয়েছে। তবে নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সংরক্ষিত নারী

সদস্যসহ মোট ২৭টি পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

অ্যালামনাই কমিটির ৫১টি পদের মধ্যে অন্য পদগুলোর জন্য শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

সংবিধান লঙ্ঘনসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে আগেই নির্বাচন বর্জন করেছেন জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী জীবন সদস্যরা। তবে বিএনপিপন্থী অ্যালামনাইদের এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব। তাঁর দাবি, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

রাত সাড়ে সাতটার দিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন রুয়ার প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৭২ বছরে এসে প্রথম অ্যালামনাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও দূরদূরান্ত থেকে যেসব অ্যালামনাইরা এসে এই নির্বাচনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। ৫১টি পদের মধ্যে ২৪ পদে নির্বাচন হয়েছে এবং অন্য ২৭টি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। তাঁদের হাত ধরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের ধারা আরও গতিশীল হবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. নিজাম উদ্দীন, সহসভাপতি (সংরক্ষিত) সাবরীনা শারমিন, কোষাধ্যক্ষ জে এ এম সকিলউর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংরক্ষিত) মোছা. ইসমত আরা বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমাজ উদ্দিন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক কবির উদ্দীন, শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন, যুগ্ম শিক্ষা ও পাঠাগার সম্পাদক মো. শহীদুল ইসলাম, যুগ্ম তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো. নূরুল ইসলাম, যুগ্ম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু সালেহ মো. আবদুল্লাহ।

এ ছাড়া মোহা. আশরাফুল আলম (ইমন) যুগ্ম প্রচার, প্রকাশনা ও জনসংযোগ সম্পাদক, রুকন উদ্দিন মো. রওশন জামির খান যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক, কাজী মামুন রানা দপ্তর সম্পাদক, মো. মোজাহিদ হাসান যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক, মো. মাসুদ রানা আইটি সম্পাদক, মো. হাবিবুর রহমান (মুন্না) যুগ্ম আইটি সম্পাদক, মুহম্মদ শাহাদাৎ হোসাইন আইন সম্পাদক, সাব্বির আহমেদ তাফসীর মুখ্য কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পাদক, এ বি এম কামরুজ্জামান আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, মো. ফরহাদ আলম যুগ্ম আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন। সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন মোছা. ফাতিমা খাতুন, মোসা. সখিনা খাতুন, সিরাজুম মুনীরা, শাহানারা বেগম ও শারমিন আকতার।

নির্বাচনে সহসভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন মতিউর রহমান আকন্দ ও কেরামত আলী। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দেলাওয়ার হোসেন ও কামরুল আহসান। এ ছাড়া মো. শামসুজ্জোহা তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক,

হারুন-অর-রশিদ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মোজাম্মেল হক ক্রীড়া সম্পাদক, মিল্টন হোসেন যুগ্ম আইন সম্পাদক, শাহ্ হোসাইন আহমদ কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া নির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আশফাকুর রহমান, আবু তালেব, আবদুল বাছেদ, আবদুল খালেক, এম উমার আলী, আ স ম খায়েরুজ্জামান, গোলাম রছুল, নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মো. মহিউদ্দীন, মাহবুবুল আহসান, রেজাউল করিম, রফিকুল ইসলাম, লতিফুর রহমান ও শফিকুল ইসলাম।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো